54

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 APR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পরীক্ষায় নকল

নকলবাজির ভূত বিভিন্ন পাবলিক এগজামিনেশনের ঘাড়ে চেপেই আছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতেই অনাচারটা বেশী প্রবল। প্রতিবছরই শত শত পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের অপরাধে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত হয়। শুধু এসএসসিই নয়, দাখিল পরীক্ষাতেও অনেকে নকলে লিপ্ত হয়। দাখিল পরীক্ষা-হলের টয়লেটে নকলের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার্থীদের আনা পবিত্র কোরান-হাদিসের ছেঁড়া পাতা বিপুল পরিমাণে পাওয়ার বেদনাদায়ক খবর প্রায় প্রতিবছরই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বরাবরের মত এবছরও এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ছয়শ' এগারজন অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছে। এ বছরের বাকি পরীক্ষাগুলিতেও আরও অসংখ্য পরীক্ষার্থীর বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। পরীক্ষার নকলবাজি কেবল অবাঞ্ছিতই নয়, দুঃখজনকও। নকল প্রবণতা পরীক্ষার পবিত্রতা, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য নষ্ট করে, সমস্যা সৃষ্টি করে সকল পরীক্ষার্থীর প্রকৃত মেধা যাচাই-এ। অন্যদের নকলবাজিতে মেধাবী পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নকলকারী পরীক্ষার্থী তাদের চেয়ে বেশী নম্বর পায়। শিক্ষার মান ও সমাজের কল্যাণের স্বার্থে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া দরকার।

পরীক্ষায় নকলবাজি যতই নিন্দনীয় হোক না কেন সুদূর অতীত থেকেই এই অনাচার চলে আসছে। এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া না করে সংক্ষিপ্ত পথে পরীক্ষা পাস করতে চায় বলেই এই অনাচার চলছে। কোন কোন পরীক্ষার্থী নকলের অভিনব উপায় উদ্ভাবন করছে। তারা কেবল নিজেরাই নকল করে না, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকি শিক্ষকদেরও কাছ থেকে সহায়তা পাচ্ছে। হলের ভেতর পাচ্ছে প্রশ্নের উত্তর লেখা কাগজ অথবা খাতা ; সিক বেডে অথবা পরিদর্শকশূন্য কক্ষে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ। বাহির থেকে মাইকযোগে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া হয় কোথাও কোথাও। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর বদলে অন্যজন বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। নকল ছাড়াও উত্তরপত্রের পেছন পেছন পরীক্ষকদের বাড়িতে ছোটা, পরীক্ষার উত্তরপত্র বদল, জাল মার্কশীট সংগ্রহ ইত্যাদি অনাচার চলার অভিযোগও পাওয়া যায়। পরীক্ষার গুরুত্ব, মেধার সত্যিকার মূল্যায়ন এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে চাইলে এ ধরনের অসদুপায়ের অনাচার বন্ধ হতেই হবে। পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবাই সচেষ্ট হলে নকলবাজি সম্পূর্ণ নির্মূল না হোক, ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। নকলবাজি সবদিক দিয়ে এবং সবারই জন্য ক্ষতিকর। এই অনাচার নির্মূল হতেই হবে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণ একটাই— ডিগ্রী-ডিপ্লোমা। এই ডিগ্রী-ডিপ্লোমা অর্থাৎ পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট আলীবাবা ও চল্লিশ চোর গল্পের চিচিং ফাঁক মন্ত্রের মত। প্রচলিত ব্যবস্থার কল্যাণে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ও চাকরির অঙ্গনে প্রবেশের জন্য এই মন্ত্র অত্যাবশ্যক। এজন্যই পরীক্ষা পাস করে ডিগ্রী-ডিপ্লোমার সোনার কাঠি হাতে পাওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি এবং পরীক্ষা পাস করার জন্য এত যে চেষ্টা-তদ্বির, ধরাধরি ও কান্নাকাটি তার একমাত্র কারণ ডিগ্রী-ডিপ্লোমা। পরীক্ষায় নকল নির্মূল করতে হলে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সঙ্গে ডিগ্রী-ডিপ্লোমার সম্পর্কও নতুন করে স্থির করতে হবে। নকলবাজি পরীক্ষার ইষ্ট নাশ করছে। এই অনাচার বন্ধ হওয়া একান্ত জরুরী।